গৌতম মুখোপাধ্যায়

হলদে বায়োডাটা

সুচেতনা, তোমাকে দিলাম
আমার বায়োডাটার একটা কপি।
পুলিনের চায়ের দোকানে কেটলিতে জল ফোটে
পাঞ্জাবী গায়ে বাঁশের বেঞ্চিতে
আমি বসে থাকি, সস্তা সিগারেট ঠোঁটে,
সিগারেট ফোটে, আমার চিন্তায়।
ইচ্ছে করে লক্ষ্মী-পেঁচাকে কষে লাথি মারি;
হলুদ ঝোলে পাউরুটি চুবিয়ে খাই।
হলুদ বৃত্ত আমার চোখের চারপাশে
বটতলার হলুদ মলাটের বই-এর মত।
আঙুল চালিয়ে মাথার চুল ঠিক রাখি,
বিকালের ফ্যাকাসে হলুদ এখনও মরেনি।
পুলিন কয়লা চাপায় চায়ের উনোনেতে
বাঁশের বেঞ্চিটা নড়বড়ে
সারা মাসে সতেরো টাকার চা খেয়েছি ধারে।
রাজহাঁসের গলা টিপে ধরি,
খিস্তি দিয়ে বলি, যা পারিস করে নে।
সুচেতনা, তোমাকে দিলাম
আমার বায়োডাটার একটা কপি
এম-এ পাশ, বয়স সাতাশ
পুলিনের চায়ের দোকানে খুঁজো।।

আমিই চার্বাক

আমি চার্বাক
বার্তা পাঠাই প্রতিফলিত আলোর পথ ধরে,
বহু লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে, বৃদ্ধ আদমের কাছে
বিষ বৃক্ষের ঘন অরণ্যে পড়ে আছে সাপের কঙ্কাল,
ঝরনার জলে ইভের নিরাবরণ দেহ, প্রদর্শিত বিজ্ঞাপন—
প্রতিবাদী থিম, আমার ক্যানভাসে।

আমি উদাসীন
তুমি কম্পিত, শকুনেরা জড়ো হয় মেঘের ছায়ায়;
সূর্যের আলোর রেখায় বিচ্যুতি, স্তব্ধ উত্তরায়ণ,
কুরুক্ষেত্রে শায়িত পিতামহ, ইচ্ছামৃত্যুর বাতিল প্রদর্শন—
আমি চার্বাক, ঘোষিত যুদ্ধ আমার ক্যানভাসে।

ব্রহ্মাস্ত্রেরপালকে মাখাই রঙ,
বহু লক্ষ মৃত্যুর নির্বাক প্রদর্শন, দেখাও বিশ্বরূপ,
বার্তা পাঠাই বহু আলোকবর্ষ দূরে,
রামধনুর ছিলা টানটান, ঊর্ধমুখী;
বিষবৃক্ষের কাঠে সজ্জিত চিতা, শেষ অধ্যায়—
আমার ক্যানভাসে নগ্ন ভগবান, শেষ শয্যায়।